MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYLAYA

SUB- BENGALI (PG)
SEMESTER- 1st SEM
PAPER- 104
NAME:- AGAMANI BARMAN.
TEACHHERS NAMA - S.K.M DATE -

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব আলোচনা করো?

⇒ ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমগ্র বাঙালি জাতিকেই পূর্ণজ্জীবিত করে তুলেছিল, বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি গ্রন্থে তাঁর মহাজীবনের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চলেছে, তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন-

'জয়দেব বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি/ কর্ণামৃত গীতগোবিন্দ/ স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে /গান শুনে পরম আনন্দে',

সুতরাং চৈতন্যদেব তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, পূর্ববর্তী পদাবলীকারদের ও ভক্তিভাবুকতার বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়েউঠেছে।

অন্যদিকে, তাঁর আবির্ভাবের পর পদাবলী সাহিত্যের প্রকরন এবং ভাব - পুঁদিক দিয়েই দেখা দিল। অজস্র বৈচিত্র্য, শ্রীচৈতন্য - পরবর্তী যুগের নরোত্তম ঠাকুরের অনুষ্ঠিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ খেতুরী উৎসবে কীর্তনগানের, সুমবদ্ধ স্বরূপ গৌরচন্দ্রিকার পদকীর্তনও অপরিহার্য হয়ে উঠল। গৌরচন্দ্র রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত তনু, তাঁর লীলাচলে - লীলায় বিরহ প্রলাপ ইত্যাদিতে তিনি একান্তভাবেই গোপীশ্রেষ্ঠা রাধা বলে প্রতীয়মান হলেন।

দেহকান্তিতেও তিনি হলেন রাধারই দ্বিতীয় প্রতিমা। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মনে হয়েছিল এই ধরনের সুতীর ভাবোন্মাদ এবং সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ কেবল যুগধর্ম প্রচারের জন্য হতে পারেনা। এই একদেহে দুই লীলায় সঙ্গতি লীলাচল লীলায় সবচেয়ে অন্তর অঙ্গ সঙ্গী দামোদরের চোখে ধরা পড়ে বাসুদেব, ঘোষ এবং নরহরি সরকার প্রমুখ পদকর্তাগণ এ নিয়ে পদরচনা করেছেন:—

যদি গৌরমহিত কি মেলে হইত
'কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমবঙ্গসীমা।
জগতে জানতকে॥
মধুর বৃদ্ধা বিপিন মাধুরি
প্রবেশ চাতুরিমার
কাবজ যুবতী ভাবের ভক্তি ~~কার~~॥

'শকতি হইত কার॥'

পদকর্তা গোবিন্দদাস ও রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করে লিখেছেন—

'জয় নিজকান্তা কান্তি-কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ।

তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধা ও কৃষ্ণে সত্তা কিছু নয়। কিন্তু লীলার জন্য তাঁরা ভিন্ন রূপে আভিজ্ঞত হয়েছিলেন।